দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 NOV 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

৬২টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শোচনীয় অবস্থা

॥ নাজীমউদ্দিন মোস্তান ॥

শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৫১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানে এখন মোট ভর্তিক্ষমতার অর্ধেক আসনেও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় না। যাহারা ভর্তি হয়, তাহাদের অর্ধেকসংখ্যকই আবার সংশ্লিষ্ট বৃত্তিতে কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা করে না। অবশিষ্ট যাহারা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

কারিগরি প্রশিক্ষণ

(১ম পৃঃ পর)

কাজ চায়, তাহারা বেসরকারী খাতে প্রশিক্ষিত কারিগরদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া চাকুরি নিতে পারে না।

এ পরিস্থিতিতে উক্ত ৬২টি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এক বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক মূল্যায়নে বলা হইয়াছে, পাস করা কারিগরদের নিয়োগ আরও ৫০ ভাগ, এমন কি ৯০ ভাগ বাড়িলেও এসব প্রতিষ্ঠানে অর্থ ব্যয় লাভজনক বা ফলপ্রসূ বলিয়া গণ্য হইবে না।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সাধারণ শিক্ষা হইতে বাদপড়া ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরী বা বৃত্তিমুখী কর্মপ্রশিক্ষণ দানের জন্য এসকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োজিত সামাজিক ও সরকারী মূলধনের অন্ততঃ শতকরা ১২ ভাগ প্রতিবৎসর সুফল আকারে উঠিয়া না আসিলে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)